কালীপ্রসন্ন সিংহ : বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গরসের সাহিত্যিক রূপায়ণ

ড. মোঃ সিদ্দিক হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ
১৯, রাজকুমার চক্রবর্তী সরণি, কলকাতা – ৭০০০০৯.
ইমেইল: mdsh803@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য জগতে কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের এক উজ্জ্বল কারিগর। সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, ভণ্ডামি ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তাঁর সাহিত্য ছিল তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও রসবোধে পরিপূর্ণ। ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণকারী কালীপ্রসন্ন শৈশবে পিতৃহারা হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'তে চলিত ভাষায় রচিত বিদ্রূপাত্মক গদ্যের মাধ্যমে সমকালীন বাবু সমাজের জীবনচিত্র তুলে ধরেন।

সাহিত্য ছাড়াও তিনি সাংবাদিকতা ও নাট্যচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' ও 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা নাট্যধারার বিকাশে ভূমিকা রাখেন। তাঁর রচনায় যেমন সমালোচনার গভীরতা ছিল, তেমনি ছিল সমাজ সচেতনতা। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ'-এর পক্ষে তিনি দাঁড়িয়ে সাহিত্যের নবযুগের সূচনা করেন।

বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হিসেবে তিনি 'মহাভারত' বাংলায় অনুবাদ করেন এবং নিঃস্বার্থভাবে তা বিতরণ করেন। তবে অর্থনৈতিক সংকট ও ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য তাঁকে অকালে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। মাত্র ৩০ বছর বয়সে এই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের জীবনাবসান ঘটে, তবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর ব্যঙ্গরসাত্মক ও বিশ্লেষণধর্মী রচনা আজও অমর হয়ে রয়েছে।

সূচক শব্দ: বিদ্রূপ, ব্যঙ্গরস, সমাজ-বাস্তবতা, সাহিত্যিক শৈলী, মহাভারত অনুবাদ।

ভূমিকা :

কালীপ্রসন্ন সিংহ ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গরসের অনন্য সংযোজন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যচর্চা কেবলমাত্র রঙ্গরসাত্মক নয়, বরং সমাজ-বাস্তবতার এক তীক্ষ্ণ প্রতিচিত্র। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' এবং মহাভারতের অনুবাদের মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন তৈরি করেন।

বিদ্রূপ ও বাস্তবতার সাহিত্যিক সমন্বয় :

সাহিত্যিক রম্যচিত্রে বিদ্রূপাত্মক শৈলীর উপস্থাপন প্রথাগতভাবে সমালোচনামূলক ও ব্যঙ্গরসাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভাসিত হয়। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রচলিত রীতিনীতির গণ্ডি ভেঙে এক নতুন সাহিত্যিক বিন্যাসের অবয়ব নির্মাণ করেন। যেখানে কলকাতার বাবু-সঙ্কৃত জীবন সমাজের বাস্তব প্রতিচিত্রে পরিণত হলেও তা বিকৃতি ও কলুষতার আবরণে আচ্ছাদিত হয়নি; বরং তা সমাজ-বাস্তবতার এক অনুপম রূপায়ণ হয়ে উঠেছে। যেখানে তিনি সাহিত্যিক উৎকর্ষকে বেঁধেছেন রসাত্মক অভিব্যক্তির বিচিত্র বিন্যাসে।

কালীপ্রসন্ন সিংহের শৈশব ও পারিবারিক সংকট :

সময়ের পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তনের জোয়ার-ভাটায় বিভক্ত ১৮৪০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি, জোড়াসাঁকোর বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটে জন্মলাভ করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। শৈশবেই, মাত্র ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতৃবিয়োগের গভীর বেদনা অনুভব করেন, যখন তাঁর পিতা নন্দলাল সিংহ চিরবিদায় নেন। যদিও জীবনযাত্রায় আর্থিক সচ্ছলতা বজায় ছিল, তবুও তাঁর জননী ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবীকে দীর্ঘদিন যাবৎ কঠোর আইনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়। এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে পারিবারিক হিসাবরক্ষক হরপ্রসাদ ঘোষ তাঁদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করেন এবং সহায়তার জন্য এগিয়ে আসেন।

> "জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও মা ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবী'কে আইনি লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় বহুদিন।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে এক প্রতিভাবান শিক্ষার্থী :

তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের এক প্রতিভাবান শিক্ষার্থী। যদিও ইংরেজি ভাষার প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নিজগৃহে, ইউরোপীয় পৃষ্ঠপোষক ক্রিকপ্যাট্রিকের তত্ত্বাবধানে। ইংরেজি ও সংস্কৃতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জটিলতায় তিনি কখনোই আত্মপরিচয়ের বোধ হারাননি; বরং বাংলা তথা কলকাতার সংস্কৃতি ও জীবনবোধের সাথে তাঁর সংযোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন।

সমালোচনায় সত্যনিষ্ঠ কালীপ্রসন্ন সিংহ :

সমালোচকের ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন নির্ভুল ও সত্যনিষ্ঠ। তিনি কখনোই উপহাস বা সরস ব্যঙ্গের আশ্রয়ে তার বক্তব্যকে লঘু করেননি; বরং বিশ্লেষণের পরিমার্জিত কাঠামোয় তার মননপ্রসূত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। নবজাগরণের ক্রান্তিলগ্নে, সাহিত্যচিন্তার প্রবাহে প্রাচীন ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব যখন প্রবল, তিনি সে সংঘাতকে কৌশলে পরিহার করে গেছেন, তবু চিন্তার গভীরতায় রেখেছেন নিজস্ব স্বাক্ষর।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছিলেন—

> "শুদ্ধ নীল বপনানুরোধে ঐ সুখসংসার শ্রীভ্রষ্ট ও শশ্মানতুল্য হইয়া উঠিল। 'নীলদর্পণ' গ্রন্থকারকে প্রস্তাবটি অমূলক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে হয় নাই।"

কালীপ্রসন্ন সিংহের সাহসী সমর্থন :

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দ’ যখন বঙ্গসাহিত্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনার ঝড় ওঠে। নানা মহল থেকে তাঁকে তীব্র বিদ্রূপ ও আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। এই সংকটময় মুহূর্তে কালীপ্রসন্ন সিংহ অকুতোভয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। তিনি ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দ’-কে বাংলা কবিতার এক অনন্য ও দীপ্তিমান নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ: সাহিত্যসমালোচক ও সম্পাদক :

কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন একজন সূক্ষ্ম রসবোধসম্পন্ন ও মননশীল সমালোচক। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ পত্রিকায় তিনি নিয়মিত গ্রন্থ সমালোচনা লিখতেন, যা তাঁর সাহিত্যবোধ ও গভীর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়। পরবর্তী সময়ে, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে, তিনি এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যদিও সম্পাদক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেও তিনি একনিষ্ঠতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ: সাহসী সাংবাদিক ও সম্পাদকের ভূমিকা :

বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে কালীপ্রসন্ন সিংহ এক গুরুত্বপূর্ণ নাম। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর তিনি নির্ভীকতার সঙ্গে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং সাহসী ও বিবেকবান সাংবাদিকতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’-এ প্রায়ই গ্রন্থ সমালোচনা লিখতেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। পরবর্তীতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবদান :

প্রসঙ্গত, মাত্র তেরো বৎসর বয়সেই, ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে, তিনি নিজ গৃহে ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার অনুপ্রেরণায় ১৮৫৬ সালে আত্মপ্রকাশ করে ‘বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ’, যা সে সময়ের নাট্যজগতে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। সভাটিরই প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ১৮৫৫ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’, যা সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমাজভাবনার উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও, তিনি ‘সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা’ ও ‘পরিদর্শক’ শীর্ষক দুটি পত্রিকারও দক্ষ সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। তদুপরি, তাঁর তত্ত্বাবধানে ‘কলকাতা পুলিশ অ্যাক্ট’ নামক একটি ইংরেজি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়, যা তৎকালীন প্রশাসনিক কাঠামোর বিশ্লেষণে এক অনন্য দলিল হিসেবে বিবেচিত।

বাংলা ভাষা ও শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান :

ছাত্রসমাজকে বাংলা রচনায় অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে তিনি তৎসময়ে পুরস্কার ও সম্মানচিহ্ন বিতরণ করতেন। ১লা জুন, ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘হিন্দুরত্ন কমলাকর’ পত্রিকার এক সংবাদ অনুসারে,

ওরিয়েন্টাল সেমিনারির চারজন শিক্ষার্থীকে বাংলা ভাষায় রচনা প্রণয়নের জন্য বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেছিলেন। বহু ছাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের নিমিত্তে তাঁর পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান লাভ করতেন। একক প্রয়াসে তিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও সাতটি অবৈতনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে তিনি একটি বিদ্যালয়ে মাসিক একশত টাকা বেতনে ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক নিয়োগ করেন।

কালীপ্রসন্নের নাট্যপ্রতিভা ও থিয়েটার চর্চা :

থিয়েটারের পরিবেশনক্ষেত্রেও কালীপ্রসন্ন ছিলেন অনায়াস দক্ষতায় সমৃদ্ধ। 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ'-এর জন্য তিনি রচনা করেন 'বিক্রমোর্বশী' নাটক, যেখানে কেবল নাট্যকার হিসেবেই নয়, অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তিনি কুশলতার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর সৃষ্ট 'বাবুনাটক' যদিও প্রকৃতিগতভাবে প্রহসন, তথাপি গদ্যের ধারা এতে এক স্বতন্ত্র প্রবাহ ও নান্দনিক বিস্তার লাভ করেছে। 'সাবিত্রী-সত্যবান' ও 'মালতী মাধব'-এর মতো নাটকসমূহ নাট্যপ্রেমী সমাজে সমাদৃত হয়। ভাষার সূক্ষ্মতা ও অন্তর্নিহিত ছন্দজ্ঞান তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে সংলাপ বিন্যাসে প্রয়োগ করেছেন, যা তাঁর নাট্যশৈলীর মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে প্রতিভাত করে।

বাবু সমাজ ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা': বিদ্রূপের আঘাত :

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রকাশিত হতেই কলকাতার অভিজাত 'বাবু সমাজ'-এর মর্যাদাবোধে প্রবল আঘাত হানে। বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গরসে মোড়া নকশাধর্মী গদ্য সাধারণত তীক্ষ্ণ শ্লেষের আবরণে ঢাকা থাকত। কালীপ্রসন্ন সিংহ এই প্রচলন থেকে সরে এসে চলিত ভাষার রসসিক্ত অথচ স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে সাহিত্যের নবদিগন্ত উন্মোচন করেন। তাঁর লেখনীতে কলকাতার নগরজীবনের বহুমাত্রিক চিত্র সাবলীলভাবে প্রতিফলিত হয়। অবশ্য, এই শৈলীর প্রাথমিক প্রয়োগ প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে দেখা যায়। তবে, তাঁর রচনার ভিত্তিভূমি ছিল সাধু ভাষার দৃঢ় অবয়ব।

> "১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার 'বাবু সমাজ'-এর টিকিতে টান পড়ে।"

'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ও তৎকালীন ভাষার প্রভাব :

'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রহসনে ব্যবহৃত জনসাধারণের মৌখিক ভাষার স্বরভিত্তিক বানানপ্রণালী তৎকালীন সাহিত্য ও সংবাদপত্রের ভাষারীতিতে সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সেই সময়'-এ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র সামাজিক ও ভাষাগত পরিপ্রেক্ষিত নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় কালীপ্রসন্ন সিংহ রসিকতা ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সংমিশ্রণে তৎকালীন সমাজের চালচিত্র অঙ্কন করেছেন—

"শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙা বাজারে মেছুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাছ ও লোনা ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদের 'ও গামচা কাঁদে ভাল মাছ নিবি?' 'ও খেঁরা গুঁপো মিনসে চার আনা দিবি' বলে আদর কচ্চে।"

কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য মূল্যায়ন :

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুগভীর বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার শৈল্পিক মঞ্চে মন্তব্য করেন, "হুতোমী ভাষা শৈলীর সৌন্দর্যবর্জিত ও অপরিশীলিত। যিনি এই ভাষার বিন্যাস করেছেন, তাঁর রুচিগত সূক্ষ্মতা বা বিচার-বিবেচনার পরিশুদ্ধতা আমাদের দৃষ্টিতে প্রশংসাযোগ্য নয়।" যদিও বাংলা সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ কারিগর ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহের একনিষ্ঠ অনুরাগী। তাঁর মননশীলতা ও কৃতিত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করে বঙ্কিম মহাভারতের অনুবাদ সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠে বলেন—

"যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি কালীপ্রসন্নের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি।"

কালীপ্রসন্ন সিংহ: এক বিস্মৃত প্রতিভার করুণ পরিণতি :

বয়স তখন মাত্র আঠারো, বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় মহাভারত অনুবাদের মহাযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। অক্লান্ত সাধনায় অতিক্রান্ত হয় আটটি দীর্ঘ বছর, যার ফলস্বরূপ প্রকাশিত হয় মহাভারতের বাঙালিভাষ্য, সতেরোটি খণ্ডে বিভক্ত মহাগ্রন্থ। গ্রন্থ প্রকাশের বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে তিনি একে একে বিক্রয় করেন স্বীয় সম্পদ। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-য় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে জানা যায়, প্রতিটি খণ্ডের তিন হাজার কপি বিতরণ করেছিলেন বিনামূল্যে, সমাজের জ্ঞানতৃষ্ণু পাঠকদের মধ্যে।

অর্থকষ্টে প্রতিভার অকালনিধন :

অর্থ সংকট যখন চরমে, ঋণের ভারে জর্জরিত কালীপ্রসন্ন জীবনযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে দাঁড়ান আসামীর কাঠগড়ায়। একদিকে অসমাপ্ত সাহিত্যসৃষ্টি 'বঙ্গেশ বিজয়', অপরদিকে কর্পদকহীন দারিদ্র্যের যন্ত্রণাক্লিষ্ট নিঃস্ব জীবন—এই দুইয়ের টানাপোড়েনে তিনি ক্রমশ নিমজ্জিত হন নেশার অতলে। পরিণামে, মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে অকালে নিভে যায় এক প্রখর প্রতিভার দীপশিখা।

উপসংহার :

কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ব্যঙ্গরস ও বিদ্রূপের এক অনন্য স্রষ্টা। তাঁর রচনাশৈলী সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। অথচ আর্থিক দুর্দশা ও সমাজের অবহেলায় তিনি অল্প বয়সেই ঝরে যান, কিন্তু তাঁর অবদান বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

- দাস, পরেশচন্দ্র। 'বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ'।
- শাস্ত্রী, শিবনাথ। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'।